Ramakrishna Vivekananda Mission

Junior High School

Model Answer Paper -- 2020

Class -- V

Subject -- Bengali

Time :- 2:30 hrs. **Full Marks -- 100**

---

১) 'ফাল্গুন' কবিতার প্রথম আটটি লাইন কবির নামসহ মুখস্ত লেখ । **২+৮=১০**

উঃ-

ফাল্গুন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চন ফুল ,
ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুল ।
চঞ্চল মৌমাছি গুঞ্জরি গায় ,
বেণুবনে মর্মরে দক্ষিণ বায় ।

স্পন্দিত নদীজল ঝিলিমিলি করে ,
জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি বালুকার চরে ।
নৌকা ডাঙ্গায় বাঁধা কান্ডারী জাগে ,
পূর্ণিমা রাত্রির মত্ততা লাগে ।

২) অর্থ লেখ - **৫×১=৫**

উঃ-

কদর - সম্মান , খাতির
তালিম - শিক্ষা , অভ্যাস করা
আকাঙ্ক্ষা - প্রবল ইচ্ছা
মিঠেল - মিষ্টি
পান্থ - পথিক

৩) বিপরীত শব্দ লেখ – **৫×১=৫**

উঃ–

অচল – সচল
গ্রহণ – বর্জন
জেগে – ঘুমিয়ে
সুরে – বেসুরে
দূরে – নিকটে , কাছে

৪) পূর্ণ বাক্যে উত্তর দাও– **১০×১=১০**

ক) কারা ইস্তফা দিতে চায় ?
উঃ– দাঁড়ের দল ইস্তফা দিতে চায় ।

খ) 'বনমহোৎসব' গল্পটি কার লেখা ?
উঃ– 'বন-মহোৎসব' গল্পটি রতীন চক্রবর্তীর লেখা ।

গ) যাত্রীরা কোথায় তর্পণ জুড়ে দিল ?
উঃ– যাত্রীরা গৌরীকুন্ডের উষ্ণ প্রস্রবণ এর পাশে তর্পণ জুড়ে দিল ।

ঘ) কলেজ জীবনে ঈশ্বরচন্দ্রের আস্তানা কোথায় ছিল ?
উঃ– কলেজ জীবনে ঈশ্বরচন্দ্রের আস্তানা ছিল তার পিতা ঠাকুর দাসের মনিবের বাড়িতে ।

ঙ) 'হিন্দু-মুসলমান' কবিতায় কবি 'আকাশ'-কে কার সঙ্গে তুলনা করেছেন ?
উঃ– 'হিন্দু-মুসলমান' কবিতায় কবি 'আকাশ'-কে মায়ের কোলের সঙ্গে তুলনা করেছেন ।

চ) 'তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে' ফুলের মধু খেয়ে – 'তারা' বলতে এখানে কাদের কথা বলা হয়েছে ?
উঃ– 'তারা' বলতে এখানে ভ্রমরদের কথা বলা হয়েছে ।

ছ) 'বেনুবন' -এর অর্থ কি ?
উঃ– 'বেনুবন' -এর অর্থ বাঁশবন ।

জ) বাঁশির শব্দ চোখ মেলছে কে ?
উঃ– বাঁশির শব্দে চোখ মেলেছে বিছানায় শোয়া ঘুমন্ত কোন ছেলে ।

ঝ) ঘরে একলা বসে রাখাল ছেলেকে কে ডাকছে ?
উঃ– ঘরে একলা বসে রাখাল ছেলেকে তার মা ডাকছে ।

ঞ) গৌরীকুন্ডের গ্রামে লেখক কখন পৌঁছালেন ?
উঃ- দুপুরবেলায় লেখক গৌরীকুন্ডের গ্রামে পৌঁছেছিলেন ।

৫) নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও- **৪×২½=১০**

ক) 'মরি-বাঁচি করে না খাটলে নৌকো একেবারে অচল' - কারা না খাটলে নৌকো অচল ? তারা কিভাবে খাটে ? **১+১½=২½**

উঃ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'বড় খবর' গদ্যাংশে দাঁড়েরা না খাটলে নৌকা অচল ।
তারা দিনে-রাতে নৌকার নিচের পাটাতনে বাঁধা থেকে জল ঠেলে ঠেলে চলে । নৌকোর চালিকা শক্তি হল দাঁড় । দাঁড়েরাই ঝরে-ঝঞ্ঝায় , বিপদে-আপদে নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে চলে ।

খ) তিতির তালিম নিতে চায় কার কাছে ? মানুষকে অরণ্য ধ্বংস করতে হয়েছে কেন ? **১+১½=২½**

উঃ- রতীন চক্রবর্তীর লেখা 'বন-মহোৎসব' গল্পে তিতির তালিম নিতে চায় তার দাদুর কাছে ।
মানুষকে থাকার জন্য ঘর বাড়ি তৈরি করতে হয়েছে । এই কারণেই অরণ্য ধ্বংস করতে হয়েছে । তাছাড়া নতুন পথ-ঘাট , কলকারখানা , চাষের জমির জন্যও কাটতে হয়েছে অজস্র গাছ-পালা ।

গ) "যে বস্তুটির নাম গৌরীকুণ্ড তার দর্শন মিলল এতক্ষণে" - বস্তুটি কি ? বস্তুটির বর্ণনা লেখক কিভাবে দিয়েছেন ? **১+১½=২½**

উঃ- লেখক প্রবোধকুমার সান্যালের লেখা 'কেদারনাথের পথে' গদ্যাংশে গৌরীকুণ্ড নামক বস্তুটি হল একটি উষ্ণ প্রস্রবণ ।
গৌরীকুন্ডের ফুটন্ত জল থেকে ধোঁয়া নির্গত হচ্ছিল । ওই জল এত গরম যে , তার ভিতরে হাত পা রাখা যায় না । কিন্তু পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য অনেক বাহাদুর তীর্থযাত্রী ওই জলের মধ্যে মিনিটের পর মিনিট দাঁড়িয়ে তর্পণ ক্রিয়া সমাধা করছিল ।

ঘ) 'চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা , কোথায় উজল এমন ধারা' - এখানে 'উজল' শব্দের অর্থ কি ? লাইনটির অর্থ ব্যাখ্যা করো । **১+১½=২½**

উঃ- দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের লেখা 'সকল দেশের সেরা' কবিতায় 'উজল' শব্দটির অর্থ উজ্জ্বল ।
কবির মতে ভারতভূমিতে যে সূর্যকিরণ , চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হয় তার মতো উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না । চন্দ্র-সূর্যের এইযে উজ্জ্বলতা ও সৌন্দর্য অন্য কোন দেশে দেখা যায় কিনা -সেই প্রশ্নই কবি রেখেছেন ।

<u>ব্যাকরণ থেকে</u> -

৬) একটি বাক্যে উত্তর দাও- **১০×১=১০**

ক) বিশেষ সংকেত চিহ্নে ধ্বনিকে লিখলে কি হয় ?
উঃ- বিশেষ সংকেত চিহ্নে ধ্বনিকে লিখলে বর্ণ হয় ।

খ) বাক্যের দুটি ভাগের একটি উদ্দেশ্য হলে অপর ভাগটি কি ?
উঃ- বাক্যের দুটি ভাগের একটি উদ্দেশ্য হলে অপর ভাগটি বিধেয় ।

গ) গঠনগত দিক থেকে বাক্য কত প্রকার ?
উঃ- গঠনগত দিক থেকে বাক্য তিন প্রকার ।

ঘ) জাতিবাচক বিশেষ্যের একটি উদাহরণ দাও ।
উঃ- জাতিবাচক বিশেষ্যের একটি উদাহরণ হল মানুষ ।

ঙ) 'আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ' - বাক্যটিতে সর্বনাম পদ কোনটি ?
উঃ- 'আমার জীবনে বাইরের খোলা ছাদ ছিল প্রধান ছুটির দেশ' - বাক্যটিতে সর্বনাম পদ হলো আমার ।

চ) ক্রিয়ার কাল কত প্রকার ?
উঃ- ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার ।

ছ) যা দিয়ে সংখ্যা বোঝানো হয়, ব্যাকরণে তাকে কি বলে ?
উঃ- যা দিয়ে সংখ্যা বোঝানো হয় , ব্যাকরণে তাকে বচন বলে ।

জ) ক্লীবলিঙ্গের একটি উদাহরণ দাও ।
উঃ- ক্লীবলিঙ্গ-এর একটি উদাহরণ হল টেবিল ।

ঝ) 'আদর' শব্দটির বিপরীত শব্দ কি ?
উঃ- 'আদর' শব্দটির বিপরীত শব্দ হলো অনাদর ।

ঞ) যে দান করে তাকে এক কথায় কি বলে ?
উঃ- যে দান করে তাকে এক কথায় বলে দাতা ।

৭) নিচের বাক্যগুলির ক্রিয়ার নিচে দাগ দাও- **৫×১=৫**

উঃ-

ক) লোকটা বড্ড হাসে ।

খ) দেশে ফিরে ওরা বাসা বাঁধবে ।

গ) বললে করুন সুরে ।

ঘ) মেয়েরা মঞ্চে নেচেছিল ।

ঙ) নিরাপদে তাদের শীত কাটে ।

৮) সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ লেখ- **৫×২=১০**

উঃ-

অর্ঘ - দাম
অর্ঘ্য - পুজোর জিনিস

দিন - দিবস
দীন - দরিদ্র গরিব

শয্যা - বিছানা
সজ্জা - পোশাক

দেশ - রাজ্য
দ্বেষ - হিংসা

কুল - বংশ
কূল - নদীতীর

৯) লিঙ্গ পরিবর্তন কর- **৫×১=৫**

উঃ-

পাঠক - পাঠিকা
রজক - রজকিনী

সাহেব - মেম , বিবি
বেনে - বেনে বউ
শিষ্য - শিষ্যা

১০) <u>গল্পে গদাধর থেকে</u>- **১০×১=১০**

ক) কত বছর বয়সে গদাধরের উপনয়ন অনুষ্ঠান হয়েছিল ?
উঃ- নয় বছর বয়সে গদাধরের উপনয়ন অনুষ্ঠান হয়েছিল ।

খ) ক্ষুদিরামের বড় ছেলের নাম কি ছিল ?
উঃ- ক্ষুদিরামের বড় ছেলের নাম রামকুমার ।

গ) জমিদার রামানন্দ রায় কার সব সম্পত্তি নিলাম করে নিয়েছিলেন ?
উঃ- জমিদার রামানন্দ রায় ক্ষুদিরামের সব সম্পত্তি নিলাম করে নিয়েছিলেন ।

ঘ) কার সাথে রামশীলার বিয়ে হয়েছিল ?
উঃ- ছিলিমনুরের ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে রামশীলার বিয়ে হয়েছিল ।

ঙ) ক্ষুদিরামের ভাগ্নের নাম কি ছিল ?
উঃ- ক্ষুদিরামের ভাগ্নের নাম রাম চাঁদ ।

চ) কামারপুকুরে কাদের নিষ্কর জমি ছিল ?
উঃ- কামারপুকুরে গোস্বামীদের নিষ্কর জমি ছিল ।

ছ) রামকুমার কোথায় লক্ষ্মী পুজো করতে গিয়েছিলেন ?
উঃ- রামকুমার ভুরসুবো গ্রামে লক্ষ্মী পুজো করতে গিয়েছিলেন ।

জ) কত বছর বয়সে গদাধর প্রথম পাঠশালায় যায় ?
উঃ- পাঁচ বছর বয়সে গদাধর প্রথম পাঠশালায় যায় ।

ঝ) গদাধরের পাঠশালার গুরুমশাই-এর নাম কি ছিল ?
উঃ- গদাধরের পাঠশালার গুরুমশাই-এর নাম যদুনাথ সরকার ।

ঞ) কার সহায়তায় গদাধরের অন্নপ্রাশন ঘটা করে হয়েছিল ?
উঃ- জমিদার ধর্মদাস লাহার সহায়তায় গদাধরের অন্নপ্রাশন ঘটা করে হয়েছিল ।

১১) পত্র রচনা – বিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠানের বর্ণনা জানিয়ে মা কে পত্র লেখ । **১০**

উঃ–

পত্র রচনা–

পানিহাটি
০৩.০৯.২০২০

পূজনীয়
মা,

আজ অনেকদিন পর তোমাকে চিঠি লিখলাম । তোমাকে একটা খুশির খবর দিই । গত ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আমাদের বিদ্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল । আমাদের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অনুষ্ঠানের আয়োজন করছিলেন কয়েক দিন আগে থেকে । অনুষ্ঠানের দিন সকালে আমরা স্কুলের ইউনিফর্ম পড়ে সকাল ৮টার মধ্যে উপস্থিত হয়েছিলাম । তারপর আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয় ও মাননীয় মহারাজ-এর উপস্থিতিতে ও সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সহযোগে পতাকা উত্তোলন করা হয় । এরপর কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা আমাদের দেশের মহান ব্যক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন । আমরা প্রত্যেকে তা মন দিয়ে শুনেছি , তাছাড়া ঐদিন আমাদের মধ্যে অনেকেই দেশাত্মবোধক গান গেয়েছিল । অনুষ্ঠানের শেষে সকলকে মিষ্টি বিতরণ করা হয়েছিল । আমি নিজেও দেশাত্মবোধক গান করেছি ও সকলের প্রশংসা পেয়েছি ।

মা , আশা করি তুমি ভালো আছো । আমার চিঠির উত্তর দিও । আমার প্রণাম নিও ।

ইতি
তোমার স্নেহের
সায়ন

শ্রীমতি সীমা বসাক
পুরুলিয়া কলেজ ছাত্রাবাস
পুরুলিয়া

ডাকটিকিট

১২) রচনা লেখ – স্বামী বিবেকানন্দ । **১০**

উঃ–

রচনা–

স্বামী বিবেকানন্দ

ভূমিকাঃ– মানুষকে ভালবাসার নাম মানবপ্রেম । মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলার এক সন্ন্যাসী উচ্চকণ্ঠে গেছেন 'জীবে প্রেম করে যেই জন , সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' । এই মানবপ্রেমিক বীর সন্ন্যাসীই হলেন স্বামী বিবেকানন্দ ।

জন্ম , পিতৃপরিচয় ও শিক্ষাঃ- ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে ১২ই জানুয়ারি কলকাতার সিমুলিয়ার বিখ্যাত দত্ত পরিবারে আবির্ভূত হন স্বামী বিবেকানন্দ । সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ । তাঁর বাল্য নাম বিলে । তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত , মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী । নরেন তখন ছেলেমানুষ , তখন থেকে তাঁর সংস্কার মুক্ত উদার মন , খেলাধুলো গান-বাজনার প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে । খুব ছেলেবেলা থেকে তাঁর মনে ধর্মভাবের উন্মেষ হয় । অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন নরেন । মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন মাত্র ১৪ বছর বয়সে । তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ , সেখান থেকে স্কটিশ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করেন এবং বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ।

ব্রাহ্মধর্মের প্রতি সাময়িক অনুরাগ , শিষ্যত্ব গ্রহণঃ- ব্রাহ্মবন্ধু কেশবচন্দ্র সেন-এর কাছাকাছি এসে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মায় নরেনের । কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয়ে নানা প্রশ্ন তাঁর মনকে বিচলিত করতে থাকে । নরেন একদিন আসেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে । ঠাকুরের ইচ্ছায় ও নিজের মনের প্রেরণায় তিনি ঠাকুর পরমহংসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ।

ধর্ম সংঘের প্রতিষ্ঠা ও ভারত ভ্রমণঃ- ১৮৮৬ সালে ঠাকুর দেহ রাখেন । ঠাকুরের পবিত্র বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে গুরুভাইদের নিয়ে নরেন এক সন্ন্যাসী-সংঘ গড়ে তোলেন বরানগরে । তাঁর প্রতিষ্ঠিত ধর্মসংঘের কাজ জনসেবা । নরেন বেরিয়ে পড়লেন পায়ে হেঁটে ভারত ভ্রমণে । সমগ্র ভারতের অন্তর-মূর্তি ধরা দেয় তাঁর চোখে ।

আমেরিকা ও ইংল্যান্ড গমনঃ- আমেরিকার চিকাগো শহরে ধর্ম মহাসম্মেলনে ভারতের হিন্দু ধর্ম ও বেদান্তের অদ্বৈতবাদ প্রচার করে সফল হন বিবেকানন্দ । আমেরিকা থেকে আসেন ইংল্যান্ডে । আইরিশ মহিলা মিস মার্গারেট নোবেল তাঁর কাছে দীক্ষা নিয়ে হন 'নিবেদিতা' ।

উপসংহারঃ- স্বামীজি কলকাতায় ফেরেন ১৮৯৭ সালে । তাঁর বিশ্বজয়ের গৌরবে ধন্য কলকাতাবাসী তাকে নাগরিক সংবর্ধনা জানায় মানপত্র দিয়ে । শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্ত শিষ্যদের নিয়ে রামকৃষ্ণ মিশন ও হাওড়ার বেলুড় গ্রামে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠা স্বামীজীর স্মরণীয় কীর্তি । ১৯০২ সালের ৪ জুলাই তাঁর মহাপ্রয়াণ হয় । দেশ প্রীতি ও মানবপ্রেম তাকে দিয়েছিল বীরের শক্তি । আর্ত , নিঃস্ব নিরন্নের সেবায় তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ ।